UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS • 2011

মে ২০১১ May 2011

২৩তম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা Volume-XXIII, No. V

এইডসের চতুর্থ দশক : সাড়ার ধরন পাল্টাতে কী করা প্রয়োজন

মাইকেল সিডাইব

এইডসের বিস্তার রোধ ও উল্টোমুখী গতি ফেরানোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য ৬-এর প্রথম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বিগত দশ বছরে কমপক্ষে ছাপ্পান্নটি দেশ নতুন এইডস সংক্রমণে হয় সুস্থিত করেছে, না হয় শতকরা ২৫ ভাগের বেশি কমিয়ে এনেছে এবং এই মহামারীতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল হিসেবে আফ্রিকার উপসাহারায় এটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিশুদের মধ্যে নতুন এইচআইভি সংক্রমণ শতকরা ২৫ ভাগ কমেছে, যা মা থেকে শিশুর দেহে ছড়ানোকে কার্যত নির্মূল করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া, বর্তমানে ৫০ লাখের বেশি লোক এন্টিরিট্রোভাইরাল চিকিৎসার মধ্যে আছে, যা গত পাঁচ বছরে এইডস সংশ্লিষ্ট মৃত্যু শতকরা ২০ ভাগের বেশি হ্রাস করেছে। তবে বর্তমানে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা ৩ কোটি ৩০ লাখ লোকের পাশাপাশি ২০০৯ সালে নতুন সংক্রমণ ২৬ লাখ এবং প্রায় ২০ লাখ লোক মারা গিয়ে এইডসের প্রতি সাড়ার অর্জনকে ভঙ্গুর করে তুলেছে।

এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের সাথে জাতিসংঘ উপমহাসচিব আশা রোজ মিস মিজিরো

এইডসের প্রতি সাড়ায় পুনরায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১১ সালের জুনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সমবেত হবেন। এই উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশন সময়োচিত। কেননা ঐ সময়টি হবে ২০০১ সালের এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত অঙ্গীকারের দশ বছর এবং এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহায়তাদানের সর্বজনীন সুযোগ অর্জন করার বিশ্বের দেয়া অঙ্গীকারের পাঁচ বছর।

উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশন যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা কীর্তিস্তম্ভতুল্য। শূন্য নতুন এইচআইভি সংক্রমণ, শূন্য বৈষম্য ও শূন্য এইডস সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর লক্ষ্যে এইডসের প্রতি বিশ্বের সাড়া নির্ধারণে বিশ্ব সম্প্রদায়ের অনন্য দায়িত্ব রয়েছে।

অধিবেশনে আজকের বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল গতিময়তা মোকাবেলার মতো একটি শরিকানামূলক দায়িত্বের এজেন্ডা এবং নতুন একটি বিশ্ব সামাজিক চুক্তি গড়ে তুলতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উৎসাহিত করা হবে। এইডসের প্রতি সাড়ার জন্য অর্থের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে বলে সনাতন শাসন ও অর্থায়ন ব্যবস্থা আর স্থিতিশীল নয়। এইডসের প্রতি জাতীয় সাড়ায় অর্থায়নে অধিক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বরাদ্দের সামর্থ্য রয়েছে এমন অনেক দেশে উন্নয়নে উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তি ও জোরালো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান ভূমিকায় সৃষ্ট সুযোগকে কাজে লাগানোর উপায় অন্বেষণ করা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে। অবশ্য একটি নতুন চুক্তির প্রয়োজন যাতে কোনো দেশের অর্থ দেয়ার সামর্থ্য এবং তার ওপর এই ব্যাধির বোঝার ভিত্তিতে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের মধ্যে সর্বাধিক ভারসাম্য বিধানের প্রয়াস থাকবে।

জুনে নতুন যে মৌলিক বিষয়টির সুরাহা করতে হবে তা হলো এইচআইভি প্রতিরোধের একটি বিশ্ব নবজাগরণ এগিয়ে

নেয়া। এইচআইভি প্রতিরোধ বিপ্লবে কোনো ঘাটতি হলে আমরা শূন্য নতুন সংক্রমণে পৌঁছাতে পারব না। পুরুষের খতনা, শিশুসহ অন্যের দেহে এইচআইভি ছড়ানো রোধে ব্যবহৃত এন্টিরিট্রোভাইরাল জেল ও বড়ি এবং বর্ধিত চিকিৎসা সুবিধার প্রাপ্যতাসহ বিগত কয়েক বছরে যেসব হাতিয়ার মানুষের নাগালে এসেছে বা বর্তমানে উদ্ভাবিত হচ্ছে, সেগুলো দ্রুত পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান সাড়ার সর্বোত্তম উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। প্রতিরোধ বিপ্লবের পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ এবং আমাদের প্রয়াসের বিপক্ষে নয়, বরং পক্ষে আইনের কাজ করা নিশ্চিত করতে হবে।

এইডসের গতি উল্টোমুখী এবং পরিশেষে বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অঙ্গনের দিক থেকে নব নব প্রবর্তন সংবলিত একটি ব্যাপক সাড়া বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান ও ব্যয় সাশ্রয়ী প্রযুক্তিগুলোর পূর্ণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি, অন্য যেসব খাত অব্যাহত নবপ্রবর্তনের মাধ্যমে সফলভাবে চাহিদা বাড়িয়েছে ও বাজার স্থিতিশীল করেছে তাদের কাছ থেকে এইডসের প্রতি শিক্ষা নিতে পারে এবং তাদের অংশীদার হতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের নতুন ও ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্টের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নবপ্রবর্তন বিকাশের পরিবেশ বদলাতে থাকলেও নতুন নতুন প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহায়তার সুযোগ অর্জনে সহায়ক হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

যেসব নেতা ও যুব নারী নিউইয়র্কে সমবেত হতে যাচ্ছেন তারা খেলা পরিবর্তনকারীদের চিহ্নিত করার প্লাটফর্ম পাবেন, যা যুব নারী ও মেয়েদের পরিবর্তনে আলোর ঝলক দেখাতে এইডসের প্রতি সাড়াকে সহায়তা করবে এবং তাদের পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে সমর্থ করবে। আজকে এইডসের প্রতি সাড়ার ক্ষেত্রে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে যুব নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এইডসের অভিঘাতের সুরাহা করা সবচেয়ে জরুরি। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে যুবকদের চেয়ে যুব নারীদের এইচআইভি সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি। যেসব সামাজিক ও কাঠামোগত কারণ যুব নারী ও মেয়েদের এইচআইভির ঝুঁকিতে ফেলে তা সমাধানে আত্মক্ষমতায়নের পক্ষে কাজ করতে হবে এবং এই মহামারীর ধারা ঘুরিয়ে দিতে হবে।

এজেন্ডা পুনর্বিন্যাসে শেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি হলো এইচআইভি ও যক্ষ্মা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, অন্যান্য সংক্রামক ও অসংক্রামণ রোগ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য এজেন্ডার মধ্যে ভালো যোগসূত্র ও যৌথ ক্রিয়া নিশ্চিত করা। বিগত তিন দশকে এইডস কীভাবে দেশগুলোর স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, তা আমরা দেখেছি, তা সত্ত্বেও নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশের অনেক স্বাস্থ্য পরিসেবা এখনো মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির সেবা উপাখ্যান মডেলকে ঘিরে সংগঠিত হতে পারেনি। যে লাখ লাখ লোকের অব্যাহতভাবে সেবা প্রয়োজন তাদের তা দেয়ার জন্য তথ্য প্রদান, পদ্ধতি জোরদার ও বেগবান করার মাধ্যমে কেবল গর্ভকাল ও শৈশবের মতো জীবনের নির্দিষ্ট সময়ে মানসম্মত সেবাই জোরদার করা নয়। অধিকন্তু অন্যান্য চিররোগের প্রতি সাড়াদানের জন্যও এইচআইভি বিন্যাসকে এগিয়ে নেয়ার পথ খুঁজে বের করার সময় এসেছে।

২০১১ সালের জুনে বিগত তিন দশকের কাজের ওপর নির্ভর করার এবং সেসব কাজ আরো ভালো করার একটা ঐতিহাসিক সুযোগ আমরা পাব। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যেসব প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং যেসব কথা তারা বলবেন, তা আগামী দশকের সীমা নির্দেশ করবে: আমি বিশ্বাস করি যে সেই দশক এইডস অবসানের সূচনা সংকেত দেবে।

বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস ২০১১ : পটভূমি

প্রকাশের স্বাধীনতা, সুযোগ ও ক্ষমতায়ন

জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। মানুষের ক্ষমতায়নে বৃহত্তর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য লাভের সুযোগ সম্পৃক্ত থাকে। ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভে মানুষকে সাহায্য করে। কেবল মতের বহুত্ব সংবলিত নির্ভুল, ন্যায় ও পক্ষপাতহীন তথ্য লাভের সুযোগ এবং উলম্ব ও অনুভূমিকভাবে সক্রিয় বিনিময়, তথা সমাজের সক্রিয় জীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটা অর্জিত হতে পারে। তবে প্রকাশের স্বাধীনতাকে বাস্তবে পরিণত করতে এমন একটি আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ থাকতে হবে, যাতে একটি উন্মুক্ত ও বহুত্ববাদী গণমাধ্যম খাতের বিকাশ ঘটার সুযোগ থাকবে; সেই খাতকে সমর্থনদানের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও তাকে সুরক্ষাদানের আইনও থাকতে হবে এবং সে সঙ্গে থাকতে হবে তথ্য, বিশেষ করে জন অঙ্গনের তথ্য লাভের সুযোগ নিশ্চিত করার আইন। পরিশেষে সংবাদ ভোক্তারা যে তথ্য লাভ করে তা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার এবং গণমাধ্যমকে তার কাজের জন্য জবাবদিহিতার মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ করার মতো প্রয়োজনীয় গণমাধ্যমের উপযোগী সাক্ষরতামূলক দক্ষতা তাদের থাকতে হবে।

এসব বিষয় এবং পাশাপাশি গণমাধ্যমজীবীদের নির্ধারিত সর্বোচ্চ নৈতিক ও পেশাগত মানের প্রতি অবিচল গণমাধ্যমসেবীরা হলো মৌলিক অবকাঠামো, যার ওপর প্রকাশের স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকতে পারে। এই ভিত্তির ওপর গণমাধ্যম একটা সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করে, কর্তৃপক্ষ ও সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের সঙ্গে সুশীল সমাজ তার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং সমাজের মধ্যে ও সমাজে সমাজে তথ্যের প্রবাহ চলে।

যে জ্বালানি এই ইঞ্জিনকে চালায় তা তথ্য এবং তাই তথ্য লাভের সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ। জনতথ্য লাভের সুযোগ সংবলিত তথ্য আইনের স্বাধীনতা

অপরিহার্য। তবে সেই তথ্য পাওয়ার মতো আইসিটি বা কেবল দলিল বিনিময়ের মাধ্যমও একই সঙ্গে অপরিহার্য।

উন্মুক্ত ও বহুত্ববাদী গণমাধ্যম সম্ভবত তখনই অত্যন্ত মূল্যবান যখন তা সমাজের নিজেকে অবলোকনের জন্য কেবল দর্পণের ব্যবস্থা করে। প্রতিফলনের এসব মুহূর্ত সমাজের উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করার পক্ষে সহায়ক, যা সমাজ বা তার নেতৃবৃন্দ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বা বর্জিত হলে সংশোধনের পথ তৈরি করে। ক্রমবর্ধমান হারে এই ভূমিকা ক্ষুদ্রতর সামাজিক গণমাধ্যম খাতের ওপর এসে পড়েছে। কারণ আর্থিক অপরিহার্যতা করপোরেট গণমাধ্যমকে এসব মূল নীতি থেকে সরিয়ে মুনাফার দিকে ধাবিত করে, যা ক্ষুদ্রতর বা প্রান্ত জনগোষ্ঠীর দিকে নজর দেয় না।

সামাজিক ক্ষমতায়নের কিছু ব্যবস্থা এখানে তুলে ধরা হলো :

১. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষমতায়নে অবদান রাখে

নাগরিকদের জনবিতর্কে নিয়োজিত হতে হলে এবং তাদের সরকার ও অন্যদের জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে হলে, যা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে বসবাসের মূল উপাদান, নাগরিকদের অবাধ, বহুত্ববাদী, স্বাধীন ও পেশাভিত্তিক গণমাধ্যমের সুযোগ থাকতে হবে। ধারণাটি হলো, সমাজের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে যোগাযোগ ও সংলাপ হবে তার নিশ্চয়তা দিতে না পারার প্রেক্ষিতে গণমাধ্যম তথ্যের একটা সুযোগ সৃষ্টি ও সংলাপ সূচিত করে।

ক. গণতান্ত্রিক ভাষ্যে ইন্ধন দেয়া

গণমাধ্যম সরকার, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের ওপর রিপোর্ট করে একটা সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে পারে। যে বিষয়ে রিপোর্ট করা হবে তার উপাদানের ব্যাপ্তির কারণে এবং বিভিন্ন কথাবার্তা শোনা যাবে তা নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যম কেন্দ্রের একটা বহুত্ব গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভুল, ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন রিপোর্টিং অজ্ঞতা ও অনবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে একটা রক্ষা ব্যবস্থা।

খ. বিশাল কাজ...

সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রবাহের একটা মাধ্যম এবং সক্রিয়তা ও পরিবর্তনের সম্ভাব্য অনুঘটক হিসেবে গণমাধ্যম একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন

বাকি অংশ : পৃষ্ঠা-৬

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

এসকাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১০ প্রকাশ

৫ মে ২০১১

সম্প্রতি ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এসকাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১১ এক গোলটেবিল বৈঠক ও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করে। সারা বিশ্বের সাথে একযোগে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কামাল মুজেরী রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন এসকাপ অর্থনৈতিক বিষয়ক কর্মকর্তা ক্লভিস ফেইরি রিপোর্টের ওপর বক্তব্য রাখেন। প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য সাক্ষরতা ও এমডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

৩০-৩১ মে ২০১১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে সাভার গার্লস হাইস্কুলে তথ্য সাক্ষরতা ও এমডিজি বিষয়ে দু'দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে উক্ত স্কুলের মোট ৩০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। স্কুলের সভাপতি নির্মল কান্তি দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাভার থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিস মুন্নী হোসেন। প্রশিক্ষণে এমডিজি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। দু'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের রিসোর্স পার্সনের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল ইসলাম, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকালটি মিনহাজ উদ্দিন আহম্মেদ ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মো. মরিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সম্যক ধারণা প্রদান। প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালন

১৫ মে ২০১১

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্ট যৌথভাবে গত ১৫ মে আইডিবি ভবন অডিটরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করে। বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহীদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী আর্থার এরকেনের সভাপতিত্বে গোলটেবিল সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব তারিক-উল ইসলাম এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব সুরাইয়া বেগম। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ইউএন উইমেনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাহিদ আহমেদ, ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্টের সভানেত্রী বেগম তাজকেরা খায়ের ও উপদেষ্টা ড. তাহেরুন্নেসা আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সরকারি, বেসরকারি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ডব্লিউএফপির এক্সটারনাল রিলেশন্স বিভাগের প্রধান এনামুল হক।

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

৩ মে ২০১১

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, উইমেন ফেডারেশন ফর ওয়ার্ল্ড পিস, ইউনিভার্সেল পিস ফেডারেশন আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ বিজনেস ও প্রফেশনাল উইমেন ক্লাব অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ। সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য অধ্যাপক ড. শমসের আলীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উইমেন্স ফেডারেশন ফর ওয়ার্ল্ড পিসের সভানেত্রী জিনাত আরা ভুঁইয়া।

করে। উদাহরণ হিসেবে, সমাজের ওপর উন্নয়নের বিষয়গুলোর একটা মেরুকরণমূলক প্রভাব পড়তে পারে, যা অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে পরিবেশের অভিঘাত ও জীবনের সামগ্রিক মান নিয়ে উদ্বেগ পর্যন্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে একটা বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। গণমাধ্যমের ভিত্তিতে হুমকিপূর্ণ নয় এমন একটি বিতর্ক শুরু হতে পারে, যা সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্টের জন্য একটা অনুকূল ফল বয়ে আনতে পারে। এসব দৃষ্টান্তে গণমাধ্যম সমাজে যে বক্তব্য প্রকাশ নিশ্চিত করে তা যে কোনো বিশেষ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের আর্থিক স্বার্থের নিরিখে ধর্তব্যের মধ্যে আসতে পারে।

এটা ক্রমবর্ধমান হারে প্রতীয়মান যে, নির্ভুল, ন্যায় ও পক্ষপাতহীন রিপোর্টিংয়ের দায়িত্ব সমাজে গণমাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতা ও শ্রদ্ধাশীলতার জন্য এবং গণতন্ত্রে সমাজের ভূমিকা পালনের সামর্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকদের তথ্যাভিজ্ঞ অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্রের পতন নিশ্চিত। ক্ষমতাসীনরা সাংবাদিকদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগালে গণমাধ্যম একটা প্রচারণার হাতিয়ারে পরিণত হয়ে সমাজকে অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও হতাশায় নিমজ্জিত করে।

গ. আজকের মুক্ত সাংবাদিকতা...

বিশ্বের অনেক অংশে মুক্ত সাংবাদিকতার নিশ্চয়তার বিধান এখনো হয়নি। সাংবাদিক হত্যা অন্যায্য, কারণ তা কেবল ব্যক্তির মানবাধিকারই লঙ্ঘন করে না, অধিকন্তু তা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রবাহের মতো সুশাসন ও গণতন্ত্রের পক্ষেও ক্ষতিকর। অন্যদিকে আইসিটির অগ্রগতি যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি জায়গায় বেশি লোকের কাছে গণমাধ্যমে পৌঁছানোর বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বাস্তবে জনগণ তথ্য লাভ ও তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পায়। আইসিটি তথ্যের দ্রুত ব্যাপক বিতরণ এবং স্বচ্ছতা ও সুশাসনের ব্যবহারযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে।

২. সামাজিক গণমাধ্যমের ভূমিকা

অনেক গণমাধ্যম কেন্দ্র দর্শকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করলেও এবং যাদের তারা সেবা দিচ্ছে তাদের কাছে বেশি অভিগম্য হলেও কোথাও সামাজিক

গণমাধ্যমের মতো অভিগম্যতা ও সুনির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য বর্ণিত নয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বে রেডিও সবচেয়ে ব্যাপক ধরনের সামাজিক গণমাধ্যম, যার কারণ হলো রেডিওর উপস্থাপন ও সুযোগ লাভের ব্যয় কম এবং তা বিস্তৃত এলাকা আওতায় আনতে ও নিরক্ষরতা অতিক্রম করতে পারে।

ক. সামাজিক গণমাধ্যম, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গণমাধ্যম

সামাজিক রেডিও যে কী, তা তার আয়তন বা অবস্থানের চেয়ে উদ্দেশ্যের মাধ্যমে নিজেকে বেশি করে তুলে ধরে। সচরাচর এটা মত ও ধারণার অবাধ প্রবাহের দিকে একটা তৃণমূল দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাত গড়ে তোলে। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা ও বিনোদন, তথ্য ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা এবং একটি বিশাল শিবির সৃষ্টি করা, যার নিচে শ্রোতারা একে অপরের সঙ্গে এবং তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জড়িত ও চ্যালেঞ্জে অবতীর্ণ হতে পারে। এসব কার্যক্রম স্থানীয় সহায়তা নির্ভর ছোট, সমাজভিত্তিক ও নিয়ন্ত্রিত মনে হতে পারে, আর স্থানীয় সহায়তা বিজ্ঞাপন হলেও তার প্রতিফলন বেশি ঘটে দান ও স্বেচ্ছা প্রণোদন হিসেবে। সামাজিক গণমাধ্যম অনেক সময় বিভিন্ন অপরিহার্যতার মধ্যে চলা বৃহত্তর করপোরেট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ফেলে রাখা শূন্যতা পূরণ করে। যেমন করপোরেট গণমাধ্যমে হয়তো সমাজের প্রতিনিধিত্বহীন বা প্রান্ত জনগোষ্ঠী উঠে নাও আসতে পারে।

বরাবর না হলেও নারী ও যুবজন সামাজিক গণমাধ্যম কাঠামোতে তাদের বিষয়গুলোর জন্য ঠাঁই এবং অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ খুঁজে পেতে পারে। নারীর অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নের একটা চ্যালেঞ্জপূর্ণ বিষয়। কারণ তাদের সমাজে তারা স্বভাবতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বর্জিত থাকে, যদিও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তারাই প্রথম যোগাযোগ স্থল।

দীর্ঘমেয়াদে স্থানীয় গণমাধ্যম কোনো অঞ্চলের উন্নয়নের একটা সঙ্গতিপূর্ণ আখ্যান সৃজন করে মানুষকে তাদের পরিস্থিতি উন্নয়নে লক্ষ্য ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করতে পারে। গণমাধ্যম সমাজের কাঠামোর মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সাহায্য করে। এসব লক্ষ্য সুবিধাভোগীদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। কার্যকর স্থানীয় গণমাধ্যম মানুষকে নিপীড়ন বা বৈষম্যের ইতিহাস ও বিবর্তন বুঝতেও সাহায্য করতে পারে এবং এর মধ্য থেকে যুক্তিসঙ্গত পছন্দ বেছে নিতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিতের ব্যবস্থা করতে পারে। এই তথ্যের ভিত্তিতে মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে তাদের ভবিষ্যৎ রূপায়ণের

উপায় খুঁজে পাবে।

খ. প্রত্যেক নাগরিককে 'রিপোর্টার' করে তোলা

খ্যাতনামা গণমাধ্যম পরিবেশের মূল হলো পেশাদার সাংবাদিক। কিন্তু তারাই তাদের চারপাশের বিশ্বের ঘটনাপঞ্জি সক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ করার একমাত্র সাংবাদিক নন। নতুন প্রযুক্তি অন্যদের অবহিত করার এক নজিরবিহীন সুযোগ নাগরিকদের দিচ্ছে। সঙ্কটকালে সাংবাদিকদের মতো রিপোর্ট প্রদানকারী নাগরিকরাই ব্যাপক জননিরীক্ষণের সামনে মানবাধিকারের অপব্যবহার ও অন্যান্য অপরাধমূলক লঙ্ঘন বা পরিবেশের প্রকৃতি তুলে ধরার একমাত্র উপায় হতে পারে।

নাগরিকদের রিপোর্টিং প্রতিবাদ বা রাজনৈতিক গোলযোগের পর প্রচারে বিধিনিষেধের বিরুদ্ধেও কাজ করার একমাত্র উপায় হতে পারে। তথ্য বিকেন্দ্রিক হলে প্রচারের ওপর বিধিনিষেধ কম কার্যকর হয়। কারণ তখন আর তা গণমাধ্যম কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

গ. অংশগ্রহণের সুসাধ্যতা

নতুন নতুন প্রযুক্তি যখন গণমাধ্যমের বিষয়ীভূত হয় তখন তা কেবল তার গতিই বদলে দিচ্ছে না, অধিকন্তু তা দর্শক-শ্রোতাদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ায় গণমাধ্যমের জন্য নতুন নতুন পথ সৃজনেও একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়। ব্লগ, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য অনলাইন যন্ত্র বিষয়কভিত্তিক উপস্থাপকদের ভোক্তাদের ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে নিয়ে আসছে। ফিডব্যাক হতে পারে তাৎক্ষণিক। গণমাধ্যম শিল্পের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো, বিশেষ করে অত্যন্ত উন্নত গণমাধ্যম বাজারে যোগাযোগের সনাতন ও নতুন উপায়ে অনেক তথ্য যেমন ভোক্তাদের কাছ থেকে আসছে, তেমনি তা তাদের কাছেও যাচ্ছে। তথ্যের এই ভাটা ও প্রবাহ সামাল দেয়া গণমাধ্যম ব্যবসার ভবিষ্যতের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ধন জোরদার হচ্ছে এবং এই গভীর সম্পর্ক ব্যবহারকারীদের শোনার বিষয় সম্পর্কে প্রত্যাশা বাড়িয়ে তুলছে। তাই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গণমাধ্যম কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অংশগ্রহণকে যেমন উৎসাহিত করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শ্রোতা-দর্শকদের সঙ্গে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দেয়াও। শ্রোতা-দর্শকদের নিরিখে এর অর্থ হলো যে, তা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর ফলে ব্যক্তির পক্ষে একটি তৈরি প্লাটফর্মের সুযোগ লাভ সম্ভব হয়, যার মাধ্যমে তারা তাদের মতবিনিময় করতে পারে।

৩. তথ্য প্রাপ্তি

তথ্য আমাদের দেখা চারপাশের বিশ্ব, এর মধ্যে আমাদের স্থান এবং আমাদের স্থানীয় সম্পদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে আমাদের জীবনকে কীভাবে বিন্যস্ত করতে হবে তার উপায় বদলে দিচ্ছে। বাস্তবতানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতকে গুরুত্বপূর্ণভাবে পাল্টে দিতে পারে। আইনি কাঠামোর মধ্যে তথ্যের সুযোগের অধিকারকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তা হলো, এই সুযোগ তথ্যের স্বাধীনতা সমর্থন করে যা জনসংস্থার কাছে রক্ষিত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অথবা ব্যাপকার্থে অন্যদের কাছে রক্ষিত তথ্যের সুযোগ ও প্রচারের আওতায় আসে যেক্ষেত্রে তা প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে। তথ্যের স্বাধীনতা ও যে স্বচ্ছতা তা বাড়িয়ে তোলে দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ের ওপর তার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে, অন্যদিকে উন্নয়নের ওপর রয়েছে যার একটা বাস্তব অভিঘাত। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেমস উলফেনসন প্রায়ই সরকারি দুর্নীতিকে উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় এবং স্বাধীন গণমাধ্যম খাতকে জনদুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পহেলা নম্বর হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ক. অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্যের ভিত্তি হলো ক্ষমতা। তথ্যের স্বাধীনতা ও প্রকাশের স্বাধীনতা গুটি কয়েকের হাতে তথ্য কুক্ষিগত রাখার বিপক্ষে। অবশ্য সকল তথ্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এ জন্য একটি উন্মুক্ত ও বহুত্ববাদী গণমাধ্যম খাতের নিকাশালয়ের কাজ যে কোনো বিষয় ভালোভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকদের ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার নিরিখে তথ্যের স্বাধীনতার অবস্থান অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের মর্মস্থলে। একটি অনবহিত নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটকেন্দ্রে গমনের পরিণতি ভেবে দেখুন, রাজনৈতিক সঙ্কট বা জাতিগত হানাহানির সময় তথ্যপ্রবাহ খর্ব বা স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহারের পরিণতি বিবেচনা করুন। তথ্যের স্বাধীনতা সমাজে সত্যিকার মালিকানাবোধ গড়ে তোলে বলে নাগরিকত্বের ধারণাকে অর্থবহ করে।

খ. তথ্যের স্বাধীনতার সুসাধ্যতা সুযোগের নিশ্চয়তা দেয় না। সরকারগুলো তাদের তথ্য অনলাইনে দিয়ে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রকাশের মডেল হলেও সেই তথ্য লাভের কোনো সুযোগ না থাকলে জনগণের ক্ষমতায়ন বেশি হবে না। তথ্যের নির্বিঘ্ন সুযোগের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ ও আইটি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এটা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংবাদের সুযোগের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি কেবল গণমাধ্যম পছন্দের বহুত্বের

ক্ষেত্রেও সত্য। সংযোগ ও সরঞ্জামের অভাব যদি ডিজিটাল বিভেদ এবং উন্নয়নশীল ও উন্নত বিশ্বের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির জন্য দায়ী জ্ঞানের ফারাক তুলে ধরতে পারে তাহলে কোনো দেশের অভ্যন্তরে একটি শ্রেণীও তাদের ইন্টারনেটে তথ্যের সুযোগ না পেয়ে আরো প্রান্তিকৃত হতে পারে।

প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর সুযোগের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করা যাবে না। বিশ্বের অনেক অংশে এখনো এগুলোর নির্মম অভাব রয়েছে। বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ লোকের যখন মৌলিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নেই, কিংবা প্রায় ৮৬ কোটি লোক যখন নিরক্ষর বা এই গ্রহের ২শ' কোটি লোক যখন এখনো বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত তখন তাদের কাছে 'ডিজিটাল বিপ্লব' বা 'তথ্য সমাজের' ধারণার কার্যকর অর্থ কী হতে পারে? সবদিকে ডিজিটাল বিভেদ কমিয়ে আনার ওপর যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তা তাই পুরোপুরি যৌক্তিক। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি তথ্যের সুযোগ ও বিনিময়ের অঙ্গনে প্রবেশ করছে বলে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের শিক্ষা নেয়া কিংবা অন্য কথায় গণমাধ্যম ও তথ্য সাক্ষরতা গড়ে তোলা একটা প্রধান উদ্দেশ্য হতে হবে।

উপসংহার

বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা একটা অগ্রাধিকার। নবীন ও প্রাচীন গণতন্ত্রে স্বাধীন, অবাধ ও বহুত্ববাদী গণমাধ্যমে সুশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক। অবাধ গণমাধ্যম স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে পারে; এগুলো জন ও রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এবং দারিদ্র্যবিরোধী লড়াইয়ে অবদান রাখে। একটি স্বাধীন গণমাধ্যম খাত যে সমাজের সেবায় নিয়োজিত তা থেকে তা ক্ষমতা আহরণ করে এবং বিনিময়ে তা সেই সমাজকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ শরিক হতে ক্ষমতায়ন করে।

তথ্যের স্বাধীনতা ও প্রকাশের স্বাধীনতা উন্মুক্ত ও তথ্যাভিজ্ঞ বিতর্কের বুনিয়াদি নীতি। নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব হতে থাকবে এবং তা নাগরিকদের গণমাধ্যম পরিবেশ ও উৎসের বহুত্বের সুযোগের আরো রূপায়ণের সুযোগ দেবে। গণমাধ্যমে তথ্যের সুযোগ ও নাগরিক অংশগ্রহণই কেবল বর্ধিত মালিকানাবোধ ও ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ও ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে নিল ওয়াকারের দায়িত্ব গ্রহণ

বাংলাদেশে জাতিসংঘর আবাসিক সমন্বয়কারী হিসেবে নিল ওয়াকার এপ্রিলের শুরুতে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ওয়াকার গত ২৪ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির কাছে তার পরিচয়পত্র উপস্থাপন করেন।

ওয়াকার আবাসিক সমন্বয়কারী হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবেন।

ইউএনডিপির প্রতিনিধি হিসেবে ওয়াকার বাংলাদেশে ইউএনডিপির কার্যক্রম প্রণয়ন ও সমন্বয় করবেন।

বাংলাদেশে দায়িত্ব গ্রহণের আগে ওয়াকার ২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ও ইউএনডিপি আবাসিক প্রতিনিধি ছিলেন। ২০০৫ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত লাতিন আমেরিকা কান্ট্রি অফিসের ওভারসাইট ও সাপোর্ট সেকশনের প্রধান ছিলেন। ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত নিউইয়র্কস্থ ইউএনডিপির সদর দপ্তরের লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় ব্যুরোর সিনিয়র পলিসি এডভাইজারের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ওয়াকার গুয়াতেমালায় ইউএনডিপির উর্ধ্বতন উপআবাসিক প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এশিয়া ও প্যাসিফিক ব্যুরোর নর্থ ইস্ট এশিয়ার উপপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ইকোয়াটোরিয়াল গিনির উপআবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওয়াকার ১৯৯০ সালে সুদানে ইউএনডিপির সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন এবং ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন।

ইউএনডিপিতে যোগদানের আগে ওয়াকার অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটের রিজিওনাল ডিপার্টমেন্টে পাঁচ বছর কাজ করেন, যা বলিভিয়া ও সেন্ট্রাল আমেরিকার কারিগরি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওয়াকার একার্ড কলেজ, ফ্লোরিডা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক এবং ইউনিভার্সিটি অব পিটার্সবার্গ, পেনসিলভানিয়া থেকে গণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইংরেজি ও স্প্যানিস ভাষায় দক্ষ।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ফ্যাক্স : ৮১২৯০৪৭ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 811 86 00 Fax: 8129047 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org